প্রত্যাশাকে ১০ গুণ ছাড়িয়েছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০

ইমদাদুল হক

গত ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রাযুক্তিক সক্ষমতা দেখল বিশ্ব। ভৌত-অভৌতর মিশেলে অফুরান শক্তির ঊর্ধ্বমুখী চঞ্চলতায় চমক দেখাল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সপ্তম আসর। কোটি দর্শনার্থীর মাঝে নতুন স্বাভাবিক বাস্তবতায় খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের আবেশ ছড়াতে নানা আয়োজন ছিল এবারের আয়োজনে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন ও সমাপনী ছাড়া বাকি সব আয়োজন ছিল ভার্চুয়ালি। এবারের আয়োজনে ই-গভর্ন্যান্স, সফটওয়্যার, মোবাইল, স্টার্টআপ, আউটসোর্সিংসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। এসব বিষয়ের ওপর মোট ২৪টি সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশ নেন দেশি-বিদেশি আইটি ও আইসিটি বিশেষজ্ঞ এবং পেশাজীবীরা।

মেলার প্রথম দিন ক্যারিয়ার ক্যাম্প, বিপিও, ফিনটেকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৯টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দর্শনার্থী ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরদিন আরো ৯টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জায়গা করে নেয় ক্রস বর্ডার, ডিজিটাল কমার্স, স্টার্টআপের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো।

মেইড ইন বাংলাদেশ, প্রাইভেট সেক্টরে ই-কমার্স– এসব বিষয় নিয়ে মেলার শেষ দিন ৬টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের আগের তিন বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় নাইট।

মেলার দ্বিতীয় দিন মিনিস্টারিয়া কনফারেন্সে দেশি টেক লিডারদের পাশাপাশি অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন শ্রীলঙ্কার মিনিস্ট্রি অব টেকনোলজি সেক্রেটারি জয়ন্ত ডি সিলভা, মালদ্বীপের মিনিস্টার অব কমিউনিকেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মোহাম্মদ মালেহ জামাল, নেপালের ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব অনিল কুমার সাহা, উইটসার সেক্রেটারি জেনারেল ড. জেমস পয়জন্ট। সেমিনারে শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, এর উৎপাদন ও উদ্ভাবনে এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশ, জায়গা করে নেবে বিশ্ব নেতৃত্বে এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ফিল্ম অ্যান্ড আর্কাইভ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সিং অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান।

এ সময় তিনি বলেন, এই ডিজিটাল মেলার মাধ্যম প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন তার উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তবে এটিকে বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশের তরুণেরা।

বক্তব্যে সরকারি ক্রয় নীতিমালায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আরএফটি টেমপ্লেট অনুমোদন, ই-গভ. পোর্টাল চালু করা এবং সব ধরনের ডিজিটাল পেমেন্টে নগদ প্রণোদনা দেয়ার দাবি জানান বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর।

আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম বলেন, ডিজিটাল অবকাঠামো প্রস্তুত থাকায় আমরা অতিমারীতে পিছিয়ে যাইনি। নিজস্ব প্রযুক্তিতে থেকে কাজ চলমান রাখতে ওয়েবএক্স ও জুমের মতো 'বৈঠক' নামে আমরা একটি প্লাটফর্ম তৈরি করেছি। এভাবে দূরত্বে থেকেও আমরা সংযুক্ত রয়েছি।

সভাপতির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, আমরা চাই বাংলাদেশ থেকে অ্যামাজনের বিকল্প হবে ইভ্যালি। আলিবাবার বিকল্প হবে চালডাল, হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প হবে আলাপন। এমন সব স্টার্টআপ বাংলাদেশ থেকেই গড়ে উঠবে। এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় তার সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থ প্রতিম দেব, অনুষ্ঠানের প্লাটিনাম স্পন্সর ইভ্যালির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ রাসেল সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০ উপলক্ষে দেশের আইসিটি খাতে অবদান রাখার জন্য ১৩টি ক্যাটাগরিতে ১৭ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে

জাতীয় আইসিটি অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়।

মেলা আয়োজক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, নতুন পরিবর্তীত পৃথিবীতে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি ঝালিয়ে দেখা হয়েছে এবারের সম্মেলনে মোট ৩৭ হাজার ৫২ নিবন্ধন করে। ২৭ সেশনে বক্তা ছিলেন ২৭০ জন। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বক্তার সংখ্যা ২৪ জন। তবে ১০ লাখ মানুষ এই আয়োজন উপভোগ করবেন প্রত্যাশা করা হলেও ১ কোটি ৮৫ লাখ ৭৩ হাজার ৬০০ মানুষ এই আয়োজন উপভোগ করেছেন। এটা আমাদের অন্যতম অর্জন।

তিনি জানান, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সপ্তম এই আসরে ২৯০-এর বেশি প্রদর্শক ছিলেন। সরকারি প্রদর্শক ছিলেন ৯৫।

ভার্চুয়াল এই সম্মেলনে অংশ নেয়া দর্শনার্থীর পরিসংখ্যান তুলে ধরে পলক আরো জানান, এবার অ্যাপে ইউনিক ভিজিটর ছিলেন ২০ হাজার ১৬৮ জন। ওয়েবসাইট ভ্রমণ করেছেন ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৬১ জন। মোট ৬ লাখ ৬৯ হাজার ২২৬ বার দেখা হয়েছে ওয়েবসাইট। স্টল ভিজিট হয়েছে ৩ লাখ ৫৯ হাজার ২৯৯। অ্যাপ্লিকেশনে ভিজিট করা হয়েছে ৮৪ হাজার। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন ৬৪ লাখ ১৪ হাজার ৭১৯ জন। মোট ভিডিও দেখা হয়েছে ১ কোটি ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৬০ বার। মোট উপস্থিতি ছিল ১ কোটি ৮৫ লাখ ৭৩ হাজার ৬০০।

এর মধ্যে ফেসবুকে মোট ভিডিও দেয়া হয়েছে ৮ লাখ ৩৯ হাজার ৮৫৫ বার। পোস্ট এনগেজমেন্ট ছিল ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৪৬৪। উপস্থিতি ছিল ৭৫ লাখ ৫ হাজার ৯৯৮।

আইসিটি বিভাগ এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখা হয়েছে মোট ১ কোটি ১৮ লাখ ৫ হাজার ৮৯১ বার। ইনস্টাগ্রামে ছিল ২ লাখ ৪৯ হাজার ৭।

বাংলাদেশের বাইরে ভারত থেকে ১৯ হাজার ৮০৯ জন, নেপাল থেকে ১ হাজার ৯৩২ জন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮১২ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ৪৫৩ জন, মালয়েশিয়া থেকে ৩২৫ জন, শ্রীলঙ্কা থেকে ৩০৬ জন, ভিয়েতনাম থেকে ১৭৪ জন, যুক্তরাজ্য থেকে ১৬৮ জন এবং অন্যান্য দেশ থেকে ৪১০ জন ভার্চুয়াল এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড উপভোগ করেছেন।

মেলার ব্যয় ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আয়োজনে ১০ ভাগের ১ ভাগ খরচ করে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ১০ গুণ বেশি ভিজিটর পেয়েছে এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিজয়ীদের হাতে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় আইসিটি পুরস্কার তুলে দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন যারা

সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (অনলাইন ক্লাস) হিসেবে ঢাকা কলেজের

মেলা উপভোগে ওয়েবে দেয়া হয় অগমেন্টেড রিয়েলিটির ছোঁয়া। প্রকাশিত মোবাইল অ্যাপটি হয়ে ওঠে ভিআর চশমা।

হাতের মুঠোয় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড

২০১৭ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার উল্লেখযোগ্য তথ্যপ্রযুক্তি ইভেন্ট ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে বাজিমাত করেছিল সোফিয়া নামের রোবটটি। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রতি বছরই দেশে জাঁকজমকভাবে আয়োজিত হয়েছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের, দেখা মিলেছে নিত্যনতুন প্রযুক্তির। তবে ২০২০ সালটি বাংলাদেশের কাছেই নয়, পুরো বিশ্বের কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণা। নতুন এই ভাবনা থেকে পুরোপুরি নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয় সদ্য শেষ হওয়া ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের আসর।

ঘরে বসেই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের স্বাদ

ভার্চুয়াল প্রদর্শনী শব্দটি নতুন নয়। তবে দেশে এত বড় পরিসরে ভার্চুয়াল প্রদর্শনী এবারই প্রথম। মোবাইলের অ্যাপে বা কমপিউটারে সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রবেশ করা গেছে এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের ৭ম আসরে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভার্চুয়াল মুজিব কর্নার। ছিল ই-গভর্ন্যান্স, সফটওয়্যার ও মোবাইল উদ্ভাবন, মেইড ইন বাংলাদেশ, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং, ই-কমার্স, স্টার্টআপসহ বিভিন্ন জোন।

ল্যাপটপ-স্মার্টফোন উপহার

শুধু ডিজিটাল ভ্রমণই নয়, এই ভ্রমণে মিলেছে ল্যাপটপ-স্মার্টফোন পুরস্কার জেতার সুযোগ। তবে এজন্য প্লে-স্টোর থেকে 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০' অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হয়েছে। এরপর অ্যাপ থেকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।

অ্যাপে এটুআইয়ের নান্দনিক স্টলে ঘুরে অংশ নেয়া গেছে ক্যুইজ প্রতিযোগিতায়। অনলাইন ক্যুইজে অংশ নিয়ে মিলেছে মুক্তপাঠের ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও একশপের বিশেষ কুপন।

সবার মুখে মাস্ক

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে তৈরি করা গেছে ভার্চুয়াল অ্যাভাটার। সেখানে পোশাক পরিবর্তনের পাশাপাশি ছিল মাস্ক পরিধানের সুবিধা। এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে দেখা গেছে প্রদর্শনীতে আসা মানুষজনকে। প্রত্যেকের মাথার ওপরে ভেসে উঠেছে তাদের নাম।

থেমে থাকেনি কথোপকথন

ভার্চুয়াল প্রদর্শনীতে প্রবেশ করে থেমে থাকেনি মানুষের কথোপকথন। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করে প্রায় প্রতিটি স্টলের সামনে দেখা মিলেছে সেখানে অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের। হাত নাড়িয়ে অভ্যর্থনা থেকে শুরু হয়েছে কথোপকথন। মেসেজ রিকোয়েস্ট পাঠানোর পর চ্যাট করা গেছে তাদের সাথে। শুধু প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের সাথে নয়, মেসেজ চ্যাট করা গেছে প্রদর্শনীতে ঢুঁ মারা অন্যদের সাথেও।

বাদ যায়নি সেলফি তোলা

প্রতি বছর আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আসা দর্শনার্থীরা অন্তত একবার হলেও কখনো একা, আবার কখনো বন্ধুবান্ধব মিলে সেলফি তুলেছেন। ভার্চুয়াল প্রদর্শনী হলেও এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে যথারীতি ছিল সেলফি তোলার অপশন। নিজের মুখের ছবি না উঠলেও দেখা গেছে নিজের তৈরি ভার্চুয়াল অ্যাভাটারের ছবি।

শিক্ষক এটিএম মইনুল হোসেন; শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (ডিজিটাল কনটেন্ট/অনলাইন ক্লাস) রাজশাহী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক (মনোবিজ্ঞান) ড. নিতাই কুমার সাহা।

টেলিমেডিসিন ক্যাটাগরিতে সেরা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে টাঙ্গাইল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সদর উদ্দিন; শ্রেষ্ঠ ডাক্তার টাঙ্গাইল জেলা হাসপাতালের ডা. সাইয়েদ রানা কবির।

কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি/আইসিটি ব্যবহার (সেরা প্রতিষ্ঠান) হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে কৃষি তথ্য সার্ভিস।

অন্যদিকে ই-কমার্স খাতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ড. মো. জাফর উদ্দিন, চালডাল লিমিটেড প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াসিম আলিম এই পুরস্কার পেয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের কুমার বিশ্বজিৎ রায়, ফ্রিল্যান্সার (পুরুষ) দেবতোষ দে এবং সাবিনা আক্তার (নারী) এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড পুরস্কার জয় করেছেন।

এ ছাড়া সেরা সফটওয়্যার ইনোভেশন (প্রতিষ্ঠান) হিসেবে বন্ডস্টেইন টেকনোলজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর শাহরুখ ইসলাম, হেড ব্লকসের সিইও আসিফ আতিক এই পুরস্কার জিতেছেন।

অপরদিকে ই-গভর্ন্যান্স (নাগরিক সেবায় বিশেষ অবদান) ক্যাটাগরিতে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে বিবিধ অ্যাপস ও সফটওয়্যারভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা, ধানচাল সংগ্রহ, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ই-লাইসেন্স প্রদান করায় খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন; অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভূমি জরিপ সম্পন্ন করায় ঢাকার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মো. মোমিনুর রশীদ; বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে খাদ্যবান্ধব চাল বিতরণ করায় কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাকিব হাসান; হাসপাতাল তথ্য বাতায়ন ও স্মার্ট ফায়ার আর্মস লাইসেন্স ম্যানেজমেন্টের জন্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন এবং আইসিটির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে জামালপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হককে এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

দর্শনার্থীদের মতে, আয়োজন শেষ হলেও ভার্চুয়াল জাদুতে প্রদর্শনী, সভা-সম্মেলনের পাশাপাশি ভার্চুয়াল কনসার্টের আবেশ থাকবে আগামীতেও। নস্টালজিক হলেই স্মৃতিগুলো হাত বাড়ালেই ধরা দেবে আর্কাইভে।

বিশ্লেষণী ভাষায় বললে, এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ অনেকটাই 'অসমাপ্ত মহাকাব্য' হয়ে থাকবে। নিজস্ব ভৌত অবকাঠামোর এই আয়োজন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির সক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাই সমাপনী অনুষ্ঠানটি আগামী বছরের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড হওয়ার আগ পর্যন্ত একটা 'যতি' বা 'সাময়িক ছেদ' বলা যেতে পারে। কেননা, এর আবেশ ততদিন পর্যন্ত থাকবে বলেই মনে হয় কজ

ফিডব্যাক : imdadbdpress@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

LIVE YouTube LIVE
Web Conferencing Solution StreamingLive

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast...
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com